আলমডাঙ্গায় মাদকসহ তিনজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫৫ গ্রাম গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯টার সময় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) মোঃ তাইজুল ইসলাম ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান চালান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন কৃষ্ণপুর গ্রামের তোফায়েল হকের ছেলে মোঃ মানিক হোসেন (২২), একই গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে মনজুরুল ইসলাম এবং খুদিয়াখালি গ্রামের আরমান আলির ছেলে ইয়াছিন আলি।

তাদের কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত ২১/০২/২০২৬ তারিখে জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ ২২/০২/২০২৬, ধারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণি ১৯(ক)/৪১ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় পৌরসভার দৌলতদিয়াড় ও রেলগেট বাজার এলাকায় ডাল-ডাতের মধ্যে মরা ইদুর এবং খাদ্যপণ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ ও ভেজাল দেওয়ার অভিযোগে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান পৃথক দুটি স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পরিচালিত তদারকি অভিযানে বেকারিতে ব্যবহৃত ডাল-ডাতে মরা ইদুর, মেয়াদোত্তীর্ণ ফ্লেভার ব্যবহার এবং অগ্রিম তৈরি বেকারি পণ্যে বর্তমান তারিখ না থাকাসহ ভোক্তা প্রতারণার নানা ঘটনা ধরা পড়ে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৩ ও ৫১ ধারায় মেসার্স মৌসুমী ফুড প্রোডাক্টের স্বত্বাধিকারী মো. সাইদুর রহমানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অন্য প্রতিষ্ঠানকেও অভিযানের সময় যথাযথ জরিমানা করা হয়েছে।

এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কার্যালয় জানিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সাতকপাটে চুরি-ছিনতাইয়ের মূলহোতা গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা সরোজগঞ্জ সড়কের সাতকপাট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নিত্যনৈমিত্তিক চুরি-ছিনতাইয়ের মূলহোতা বেলগাছির মোঃ আমির হামজা ওরফে ‘দুদু’ (৩২) গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে, অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইল ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ফোর্স গতকাল রবিবার সকাল ৫টার দিকে সাতকপাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামি আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামের বাসিন্দা এবং তার পিতার নাম মোঃ জহুরুল ইসলাম।

থানার সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত দুদু চুড়ান্ত খলনায়ক হিসেবে এলাকায় যাতায়াতকারীদের উপর হামলা, চুরি ও ছিনতাই ও মাদক ব্যবসায় জড়িত ছিল। তাঁর নেতৃত্বে গঠনকৃত গ্যাংটি ভ্যান, রিকশা চালকসহ সাধারণ মানুষকে তাড়িয়ে দেয় এবং এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছিল।

গ্রেফতারকৃত দুদুকে পরে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ

জানিয়েছে, এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এ ধরনের অপরাধীদের কঠোরভাবে দমন করা হবে।

দর্শনায় কুপিয়ে জখমের ঘটনায় বিএনপির ঝটিকা মিছিল ও বিক্ষোভ

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে গতকাল রবিবার নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে রিপনকে (৪০) ৪–৫ জন এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। মাগরিবের সময় মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহত রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩–৪ মাস আগে রিপনের সঙ্গে একই গ্রামের হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে রবিবার বিকেলে রিপন ইফতার শেষে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় খাইরুল, খোকনসহ ৪–৫ জন তাকে দুই পা ও হাতে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনার পর, বিএনপি সমন্বয়ক নাহারুলের নেতৃত্বে দর্শনা শহরে ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দর্শনা থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেদী হাসান জানান, বিক্ষোভকারীদের ৪৮ ঘণ্টার সময় দেয়া হয়েছে; এই সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, “পূর্ব শত্রুতার জেরে রিপনকে কুপানো হয়েছে। খাইরুলসহ ৪–৫ জন পলাতক রয়েছে। তবে আমরা তাদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান

অব্যাহত রেখেছি। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।”

আলমডাঙ্গার বেলগাছী-কেদারনগরে মাদকের রমরমা বাণিজ্য, ঝুঁকিতে যুবসমাজ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ও কেদারনগর গ্রামে মাদকদ্রব্যের বিস্তার উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগে পাঁচজনের একটি চক্র এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরকে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকি চারজন এখনও প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত সাহেব আলীর ছেলে ওল্টু (৩০), কেদারনগর পশ্চিমপাড়ার মো. হালিমের ছেলে রাজা (২৫), মাঝেরপাড়ার বাটপার সরদারের ছেলে রাজ্জাক (৩০) এবং গঙ্গার ছেলে আলী হোসেন (৩৫)। তারা সবাই একই এলাকার বাসিন্দা।

গ্রামবাসীরা জানান, একজন গ্রেপ্তার হওয়ার পরও অন্যরা নির্ভয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। রমজান মাসেও সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে নেশার প্রবণতা বাড়ছে এবং এলাকার সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ছোটখাটো চুরি ও ঝামেলার ঘটনাও বাড়ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যেতে পারে। সচেতন মহল মনে করছে, মাদক বিক্রির স্থানগুলো চিহ্নিত করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং পুরো চক্রকে আইনের আওতায় আনা জরুরি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত জোরদার ও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন

স্থানীয়রা।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৬ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

রবিবার ভোর রাতে থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন দুপুরে গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সুজায়েতপুর পূর্বপাড়ার মৃত রইচ উদ্দীনের ছেলে আবুজার মোল্লা (৫৭), কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার মফিজুল ইসলামের ছেলে মো. রাসেল (২০), ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২৫), ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার লস্কর আলীর ছেলে মো. শাহীন (২৩), সুজায়েতপুর পূর্বপাড়ার আবুজার মোল্লার স্ত্রী মোছা. আকলিমা খাতুন (৪৮) এবং মদনা স্কুলপাড়ার মুনছুর আলীর ছেলে মো. মিলন মিয়া (২৪)।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা বিভিন্ন মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক ছিলেন। দর্শনা থানাধীন পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে সংসদ সদস্য রুহুল আমিনের গণসংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিল

জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নবাসীর উদ্যোগে গণসংবর্ধনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে রায়পুর হাইস্কুল মাঠে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মাঠজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামী রায়পুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আমির হামজা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির আজিজুর রহমান, জেলা তালিমুল বিভাগের সভাপতি মহিউদ্দিন, জেলা তারবিয়াতি সেক্রেটারি মো. জিয়াউর রহমান, জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থী হাফিজুর রহমান ও মো. সাজেদুর রহমানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য রুহুল আমিন রায়পুর ইউনিয়নবাসীকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাস্তাঘাটসহ উন্নয়নমূলক দাবি তুলে ধরা হলে তিনি মনোযোগ দিয়ে তা শোনেন এবং বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

তিনি বলেন, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেছেন। পূর্বে কাজের ক্ষেত্রে কমিশন নেওয়ার অভিযোগ ছিল উল্লেখ করে তিনি জানান, নিজের কোনো কমিশনের প্রয়োজন নেই; সততার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান তিনি। জনগণের প্রাপ্য যেন সঠিকভাবে পৌঁছে যায় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরও বলেন, জনকল্যাণমূলক কাজে কোনো বাধা সহ্য করা হবে না। শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ও মাদক প্রতিরোধসহ বিভিন্ন খাতে সমন্বিতভাবে কাজ করে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার

আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য রুহুল আমিনকে নিজ গ্রামে সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিনকে নিজ গ্রামে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় জীবননগর উপজেলার ধোপাখালি গ্রামের হাইস্কুল মাঠে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামের সাধারণ মুসল্লি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় রুহুল আমিন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, “আপনাদের দোয়া ও সমর্থনেই আমি আজ এই দায়িত্ব পেয়েছি। এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব।”

তিনি আরও বলেন, “রমজানের শিক্ষা আমাদের ধৈর্য, সংযম ও পারস্পরিক সহমর্মিতা শেখায়। সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে হবে।”

অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ইসরাইল। পরে উপস্থিত মুসল্লিদের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমির আজিজুর রহমান, জেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি জিয়াউল হক, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক খলিলুর রহমান, মজলিসুল মুফাসসিরিনের সভাপতি হাফিজুর

রহমান, জীবননগর উপজেলার সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, আবু বকরসহ অসংখ্য নেতাকর্মী।

আলমডাঙ্গায় শ্রমিকদের লাঠির আঘাতে ইটভাটা মালিক জখম

আলমডাঙ্গা উপজেলায় শ্রমিকদের লাঠির আঘাতে এক ইটভাটা মালিক গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের ঘোষবিলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আহত ইটভাটা মালিক হায়দার আলী ওয়াল (৪৫) ঘোষবিলা গ্রামের সুরাপ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ইটভাটার লেবার সর্দার মিঠু শ্রমিকদের নিয়ে ভাটা থেকে পাকা ইট বের করে একত্র করছিলেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ইটভাটা মালিক ওয়ালের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে লেবার সর্দার মিঠু শ্রমিকদের নিয়ে নিজ এলাকা নারায়ণকান্দি গ্রামে চলে যান।

পরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আক্তার মেম্বারের নির্দেশে লেবার সর্দার মিঠুসহ সামিউল, নয়ন, ইমাদুল, সাগর, সিদ্দিক, সুজন, স্বপন ও সুরুজসহ আরও ১০-১২ জন ইটভাটায় প্রবেশ করে ওয়ালের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় লাঠির আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন।

ঘটনার পর অন্যান্য শ্রমিকরা আহত ওয়ালকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হামলার সময় শ্রমিক নয়ন ও ইমাদুলকে স্থানীয় শ্রমিকরা আটক করলেও পরে ইউপি সদস্য আক্তার মেম্বার এসে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন।

এ বিষয়ে এখনো থানায় মামলা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১৫ (পনের) পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের এসআই (নিঃ) মো. মিজানুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন ভাংবাড়ীয়া ঈদগাহপাড়া এলাকার ঈদগাহ মিনারের সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে পাগলাপাড়ার বেল্টুর ছেলে মো. সাব্বির আলী (২১) কে ১৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করা হয়।

গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।